সাংবাদিক দেবাশীষ দত্তের কন্যার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিল এডুকেয়ার

কলকাতায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাবা-মা ও ছোট ভাইকে হারানো সাত বছরের শিশু মাহিমা দত্তের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছে কুষ্টিয়ার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রতিষ্ঠানটির কেজি শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহিমার এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনার যাবতীয় ব্যয় বহনের ঘোষণা দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) সকালে মাহিমার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে তার বাড়িতে যান এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মো. মোজাম্মেল হক রাসেলসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তাঁরা মাহিমার ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলেন এবং শিশুটির ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মো. মোজাম্মেল হক রাসেল, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মো. সোহেল রানা মানিক, প্রিন্সিপাল একাডেমিক মিস দিলরুবা পারভীন, এডমিন অফিসার মো. হাসানুজ্জামান এবং কেজি শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মো. মোজাম্মেল হক রাসেল বলেন, “দেবাশীষ দত্ত একজন মানবিক সাংবাদিক ছিলেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর ছোট্ট মেয়েটির ভবিষ্যৎ যেন কোনোভাবেই অনিশ্চয়তার মধ্যে না পড়ে, সে দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা মাহিমার পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

একজন মানবিক সাংবাদিকের সন্তানের পাশে দাঁড়াতে পারা আমাদের জন্য দায়িত্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়। ইনশাআল্লাহ, মাহিমার এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনার সব ধরনের ব্যয় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বহন করবে। আমরা চাই, এই কঠিন সময় পেরিয়ে মাহিমা একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং তার বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করুক।”

“বাবা-মাকে হারানোর কারণে যেন তার শিক্ষাজীবন থেমে না যায়, সে লক্ষ্যেই আমরা এই দায়িত্ব নিয়েছি,” বলেও যোগ করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানান, বাবা-মা ও ছোট ভাইকে হারিয়ে বর্তমানে মাহিমার একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার ঠাকুমা-ঠাকুরদা।

এমন পরিস্থিতিতে পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণায় পরিবারটির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। দেবাশীষ দত্তের সহকর্মীরাও এ উদ্যোগকে মানবিক ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

গত বুধবার (১৯ আগস্ট) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আজকের পত্রিকার কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত (৩৯), তাঁর স্ত্রী আফসানা শারমীন (২৭), তাঁদের তিন বছরের ছেলে স্বর্ণশীষ দত্ত এবং দেবাশীষের শ্বশুর আকরাম হোসেন (৬৪) মারা যান।

মর্মান্তিক ওই অগ্নিকাণ্ডে মোট নয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। নিহতদের মধ্যে সাতজন বাংলাদেশি নাগরিক।
জানা গেছে, ভারতে যাওয়ার সময় দেবাশীষ দত্ত তাঁর বড় মেয়ে মাহিমাকে কুষ্টিয়ায় ঠাকুমা-ঠাকুরদার কাছে রেখে যান। এরপর পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে ভারতে যান তিনি। সেখানে গিয়ে প্রথমে বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা নেন পরিবারের সদস্যরা। প্রায় ১৩ দিন চিকিৎসা শেষে সোমবার রাতে তাঁরা কলকাতায় ফেরেন।

মঙ্গলবার আত্মীয়স্বজনের জন্য কেনাকাটা করেন তাঁরা। পরদিন বুধবার দেশে ফেরার কথা ছিল পরিবারের। কিন্তু তার আগেই মির্জা গালিব স্ট্রিটের আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তেই কেড়ে নেয় একই পরিবারের চারজনের প্রাণ।

মাত্র সাত বছর বয়সেই বাবা-মা ও ছোট ভাইকে হারিয়েছে মাহিমা। স্বজনদের ভাষ্য, এই বয়সে এমন ভয়াবহ শোক সামলে ওঠা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন। তবে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে শিক্ষাজীবনের দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণায় মাহিমার ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিবার ও স্বজনদের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে।

দেবাশীষ দত্তের সহকর্মীরা জানান, তিনি ছিলেন সদা হাসিখুশি, প্রাণবন্ত ও সজ্জন একজন সাংবাদিক। কর্মজীবনে দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিক হিসেবে তিনি সহকর্মী ও পাঠকদের কাছে পরিচিত ছিলেন।

আকস্মিক এই মৃত্যুতে কুষ্টিয়ার সাংবাদিক অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

একদিকে বাবা-মা ও ভাইকে হারানোর অপূরণীয় ক্ষতি, অন্যদিকে সামনে দীর্ঘ শিক্ষাজীবন। এমন কঠিন সময়ে মাহিমার পাশে দাঁড়িয়ে এডুকেয়ারের এই উদ্যোগ শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একটি মানবিক অঙ্গীকার হিসেবেই দেখছেন স্বজন ও সহকর্মীরা।

ঝিনাইদহে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

“আমি কন্যা শিশু,স্বপ্ন গড়ি,সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ১০ টায় এ উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক মোজাম্মেল করিম, এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী মনোয়ার উদ্দীন।

বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সাবেক কাউন্সিলর তহুরা খাতুন, নাছরিন ইসলাম এবং মিরাজ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক ইসরাত জাহান।

প্রধান অতিথি বলেন, কন্যা শিশুরা যেন অবহেলায় না থাকে সে লক্ষ্যেই এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। তিনি বলেন বাল্য বিবাহ,আত্মহত্যা প্রতিরোধ, শিশুদের পুষ্টি, টীকা প্রদান,স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নিরাপত্তা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। সে

লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনেক প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। আলোচনা সভা শেষে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়।

পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন কালে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরে পথ নাটক ‘ শিউলি ফুল’ মঞ্চস্থ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

“আমি কন্যা শিশু,স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ১০ টায় এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় উপজেলা চত্বরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারিক উজ জামান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী। এছাড়া অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সালেহা বগেম মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহবুব মুর্শেদ শাহীন, দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি সহকারী অধ্যাপক শাহানুর আলম, রিপোর্টার ইউনিটের সভাপতি মোখলেছুর রহমান লাড্ডু, হরিণাকুণ্ডু প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুস সামাদ, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা রিপন। এসময় হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ ও হরিণাকুণ্ডু সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে উপজেলার তিনজন মহিলা উদ্যোক্তাকে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক

মুজিবনগরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

“আমি কন্যাশিশু, স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস।

বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা-র সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।

অফিস সহকারী নয়নতারা নিশাতের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. তাসনুভা তাবাচ্ছুম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আবৃত্তি শিক্ষক রুম্পা খাতুন প্রমুখ।

এর আগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।
র্যালিতে উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

ঝিনাইদহে কন্যাকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন

নিজ নিখোঁজ কন্যার ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহে এক হতভাগ্য পিতা ও তার পরিবার। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পাগলা কানাই মোড়ে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদ সম্মেলন করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের ছেলে মোঃ আব্দুল আজিজ। সাংবাদ সম্মেলনে আব্দুল আজিজ বলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় কন্যাকে ৭ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি গ্রামে বিবাহ দেয়। বিবাহ পরবর্তী তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তার বর্তমান বয়স ৫ বছর। আমার মেয়ে জোবাইদা সুখের সংসার। এই সংসারে খারাব দৃষ্টি পড়ে আমার নিজ গ্রাম বাড়ির পার্শবর্তী মৃত মল্লিক মন্ডল ছেলে আসাদুলের। আমার মেয়ে জোবাইদার সাথে বিবাহের পর প্রতারনার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলে সেটা আমরা জানতাম না। তখএফ মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে অনীহা প্রকাশ করতো। আমরা প্রায়ই সেই থেকে আসাদুল ব্লাকমেইল করে হত্যা খুন জখমের হুমকি দিয়ে বিভিন্নস্থানে নিয়ে যায় এবং ভয় দেখায় বলে তোর মা বাবা একমাত্র ভাই তাকেও হত্যা করবো। তুই কাউকে বলতে পারবি না। মেয়ে ভয়ে কিছুই প্রকাশ করতো না । আসাদুলের ভয়ে নিরুপায় হয়ে তার সাথে সংসার ছেড়ে উথলী গ্রামের শাহীন ড্রাইভারের নিকট আমার মেয়েকে চক্রান্ত করে নিয়ে যায়। সেখানে শাহীন ড্রাইভার জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে হাকিমের নিকট নিয়ে যায়। হাকিমের নিজ বাড়িতে শাহীন আমার মেয়ে জোবাইদা কে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয। মেদিনীপুরের হাকিম তার রমরমা মাদকের ব্যবসায় আমার সহজসরল মেয়েকে দিয়ে গত ৪ মাস পূর্বে একটি ব্যাগে গাঁজা দিয়ে জীবননগর থেকে বাস যোগে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গাঁজা সহ আমার সহজসরল মেয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জেল হাজতে যায়। মহেশপুর থানা পুলিশ আমাদের বাসায় জোবাইদা গাঁজা সহ ধরা পড়েছে জানানো হলে সেখানে দেখতে যায়। মাদকবিক্রেতা চক্র আসাদুল শাহীন হাকিম আমার মেয়ের সাথে জেল খানায় দেখা করে কোন কিছু না জানানোর জন্য বলে। জোবাইদা কে জেল হাজত থেকে তারা বের করে পূনরায় তাদের অপরাধ জগতে নিয়ে যাবে বলে জানান আমার মেয়ে। আমি জেল হাজতে দেখা করতে গেলে জানান আপনারা দেখতে পারবেন না ১৫ দিন না হলে।

১৫ দিন পূর্ণ হলে জোবাইদার নিকট জানতে পারি মাদকচক্র তাকে জামিনের ব্যবস্হা করছে। মেয়ের নিকট জানতে পেরে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে জরুরী জামিনের ব্যবস্হা করি। জামিন করে আমার রায়পুর গ্রামে থাকা অবস্থায় আসাদুল বিভিন্ন মাধ্যমে জোবাইদার সাথে সম্পর্ক করতে থাকে। জানতে পেরে নিজ বাড়ি বিক্রি করে আসাদুলের কু দৃষ্টির বাহিরে জীবননগর শহরে চলে যায় মেয়ে জোবাইদা কে নিয়ে। সেখানে যাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় জোবাইদার সাথে যোগাযোগ করে আসাদুল পাচারের উদ্দেশ্যে মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী আনন্দ বাজার নামক গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে রাসেল নামে একজন ঢাকার গাড়ির সুপারভাইজার তাকে মাঠ থেকে উদ্ধার করে। রাসেল জানান ৯৩ নম্বর মোবাইল নম্বর তার মামা পরিচয় দিয়ে তাকে এই মাদক ও দেহব্যবসা সহ পাচারের জন্য ভারত পাঠাচ্ছিল আমি তাকে ধরে নিয়ে এসে রাত আমার এক চাচির বাড়িতে রেখে আসি। তারপর তাকে অনেক বুঝিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে আনন্দ বাজার থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়।

এই আসাদুল আমার মেয়ে সম্পর্কে প্রতিবেশী মামা হওয়া সত্বেও তার লালসার বলি হয়েছে। আমার মেয়ে জোবাইদা কে এই মাদকচক্র আসাদুল শাহীন হাকিম বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারত পাচারের উদ্দেশ্য গুপ্ত করে আটকে রেখেছে। আমি আমার মেয়ে জোবাইদা ফিরে পেতে চাই আপনার নিকট নিবেদন জানাচ্ছি এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার সহ আমার সহজসরল মেয়ে সংসার জীবনে পাঁচ বছরের নাবালক শিশুর মা জননী হয়ে ফিরিয়ে দেয়। এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যে আদালতে একটি মামলা দেওয়ার করেছি আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানো জারি করেছে। নারী শিশু আদালতের মামলা নং:- পিটিশন ৫৪/২০২৫।

সাংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক সাহিদুল এনাম পল্লব, সাধারণ সম্পাদক বিএম আনোয়ার হোসেন, সবুজ মিয়া, বাবলু মিয়া, তাপস কুণ্ডু, মিশুক হাসান, এস কে কাদের, রাকিব হোসেন, লতা মিয়া, সহ আরো অনেকে।

গাংনীতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সাংবাদিক কন্যা স্নেহার ১ম স্থান অর্জন

মেহেরপুরের গাংনীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বি আর লাইসিয়াস স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী নুরে জান্নাত স্নেহা। স্নেহা গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেলের কন্যা।

আজ বুধবার সকাল ১০ টায় গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে আয়োজিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতায় খ বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করে স্নেহা। উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আসা অসংখ্য আবৃত্তি প্রতিযোগীদের মধ্যে স্নেহা প্রথম স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা এবং আল মাসুম।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু প্রতিযোগীতার স্থান পরিদর্শন করেন এবং দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন।

উপজেলা পর্যায়ে বিজিত প্রতিযোগীরা পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।